DSC1DT : Introduction to International Relations

4the Semester General :-

Kamal Sarkar

Unit - 2 . (e) Post cold-war Era and Emerging centers of powers (European Union, China, Russia, and Japan).

Ques. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে শক্তির ~~কেন্দ্র~~ কি কেন্দ্রগুলি / উদীয়মান কেন্দ্র হিসাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, রাশিয়া এবং জাপানের ভূমিকার ভূমিকা আলোচনা কর ?

⇒ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় যা ঠান্ডা যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকে। এই ঠান্ডা যুদ্ধ চলতে থাকে 1990 এর দশকের প্রথম পর্যন্ত। তাই 1990 সালের পরবর্তীকালে ঐ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এক বিশ্ব ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হল। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের একমাত্র শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। আমরা যদি দেখি ঠান্ডা যুদ্ধের সময় বিশ্বব্যবস্থা ছিল দ্বিমেরুকেন্দ্রিক কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্ব হল একমেরুকেন্দ্রিক। কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, রাশিয়া, এবং জাপান বিশ্বের Super power ক্ষমতার কেন্দ্র বা ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠার লড়াই শুরু করল। আর আমাদের এই উত্তরের মূল আলোচ্য বিষয় হল ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, ও রাশিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক দিক বা ও super power হওয়ার সম্ভাবনা কতটা ? অথবা ~~super power~~ বিকল্প শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ—

শুধু পার্লামেন্টের ভিতরে নয়, বাইরেও এনিয়ে জনগণের মধ্যে বাদানুবাদ কম হয়নি। পার্লামেন্টের সামনে ভিড় জমিয়েছেন ব্রেক্সিট-পন্থী এবং ব্রেক্সিট-বিরোধী-দুই দলেরই মানুষ। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও প্রচণ্ড মতানৈক্য। কেউ কেউ আবার চাইছেন, নতুন করে গণভোট হোক। সুতরাং ব্রেক্সিটের উত্তর এখন ভবিষ্যতের গর্ভে।

১১.১৮ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউরোপের পটপরিবর্তন
EU and Europe in Transition

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হত গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, সোভিয়েত রাশিয়া ইত্যাদি পশ্চিম ইউরোপের প্রভাবশালী বৃহৎ শক্তিগুলির দ্বারা। বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপই ছিল বিশ্বরাজনীতির ভরকেন্দ্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ওইসব ইউরোপীয় শক্তি এই যুদ্ধে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং তাদের পরিবর্তে দুটি অ-ইউরোপীয় শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন চলে আসে বিশ্ব রাজনীতির ভরকেন্দ্রে। অতঃপর বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দুই মহাশক্তির দ্বারা। একদিকে ইউরোপীয় দেশগুলির সার্বিক বিপর্যয়, অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের একের পর এক দেশে কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানির মতো দেশগুলিকে আতঙ্কিত করে তোলে। এই অবস্থায় তাদের কাছে, সবচেয়ে জরুরি হয়ে উঠেছিল নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি, যা তাদেরকে যুগপৎ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং কমিউনিস্ট শক্তির সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।

এই ধরনের অতি-জাতীয় (Supra-national) সংস্থা গঠনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ১৯৫১ সালে **European Coal and Steel Community,** সংক্ষেপে ECSC গঠন। এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী রবার্ট শুম্যান (Robert Schuman)-এর মস্তিষ্ক প্রসূত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, একটি অতি-জাতীয় কাঠামোর মধ্যে জার্মানি ও ফ্রান্সকে আনতে পারলে একইসঙ্গে ফরাসি-জার্মানি বিরোধের অবসান ঘটানো যাবে এবং সম্ভাব্য শক্তিশালী জার্মানিকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যাবে। ECSC-র কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে প্রভূত অতি-জাতীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, যেমন কয়লা ও ইস্পাতের মূল্য নির্ধারণের অধিকার, চুক্তিভঙ্গকারীকে জরিমানা করার অধিকার ইত্যাদি। বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ ও ইতালি এই প্রকল্পে যোগ দেয়। তবে **ব্রিটেন এতে যোগ দেয়নি,** কারণ সে মনে করতো এতে যোগ দেওয়ার অর্থ হল একটি বাইরের শক্তির হাতে নিজের শিল্পোন্নয়নের নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করা।

ইউরোপীয় ঐক্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ECSC প্রতিষ্ঠা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই ECSC-র অন্তর্ভুক্ত ৬টি দেশ সরকারি বিধিনিষেধ শিথিল করে সরাসরি কয়লা ও ইস্পাত কোম্পানিগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। ECSC-র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ১৯৫৫ সালের ২০ মে বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ-এর সরকারগুলি (যাদের একযোগে Benelux Governments বলা হয়) ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির কাছে স্মাকলিপি পেশ করে একটি **ইউরোপীয় সাধারণ বাজার** (European Common Market) গঠনের অনুরোধ জানায়। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে ওই বছরেরই ২ জুন ওই ৬টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ইতালির মেসিনায় মিলিত হন এবং এ ব্যাপারে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে একটি আন্তঃসরকারি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫৭ সালে ইতালির রোমে European Economic Community (EEC) এবং European Atomic Energy Agency (EURATOM) নামক দুটি সংস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি উক্ত দুটি সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে।

১৯৬০ সাল নাগাদ ব্রিটেন EEC-তে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৯৭৩ সালে ৬টি দেশের অনুমতিক্রমে ব্রিটেন EEC-তে যোগদান করে। সেইসঙ্গে যোগ দেয় ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড। এখানেই এর সম্প্রসারণ থেমে যায়নি। ১৯৮১ সালে EEC তে যোগ দেয় গ্রিস, ১৯৮৬-তে স্পেন ও পোর্তুগাল, ১৯৯৫ সালে সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও ফিনল্যান্ড। এইভাবে ৬ সদস্যবিশিষ্ট ইউরোপীয় গোষ্ঠী ক্রমে ১২ সদস্যের বৃহত্তর সংস্থায় পরিণত হয়।

Scanned with CamScanner

১৯৯১ সালে নেদারল্যান্ডের **মাসট্রিখ্ট** (Masstricht) শহরে অর্থনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত এই ১২টি দেশ এক চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (EEC বা EC) নাম পরিবর্তন করে **'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'** (European Union বা EU) রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এই মাসট্রিখ্ট চুক্তিটি ১২টি দেশের জাতীয় আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর থেকে কার্যকর হয় 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'। মাসট্রিখ্ট চুক্তি শুধু নাম পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির একটা রূপরেখাও তৈরি করেছিল। এইসব কর্মসূচির মধ্যে **তিনটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ**। প্রথমটি হল, ইউনিয়নের সদস্যরাষ্ট্রগুলির আলাদা আলাদা মুদ্রার পরিবর্তে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ইউরো (Euro) নামক একটি সাধারণ মুদ্রা (Common Currency) প্রচলন করা হবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের মুদ্রা 'ফ্রাঙ্ক' বা জার্মানির মুদ্রা 'মার্ক'-এর পরিবর্তে ওইসব দেশে প্রচলিত হবে 'ইউরো'। ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও সুইডেন ছাড়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বাকি ১২টি দেশে ইউরোই হল প্রচলিত মুদ্রা।

মাসট্রিখ্ট চুক্তির **দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ** কর্মসূচিটি ছিল একটি ইউরোপীয় পুলিশ সংস্থা (European Police Agency) গড়ে তোলা। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অপরাধ দমন হবে এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। চুক্তির **তৃতীয় লক্ষ্যটি** ছিল একটি সাধারণ বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি গ্রহণের (Common Foreign and Security Policy) সংকল্প। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সদস্যরাষ্ট্রগুলি পরস্পরকে সর্বদা অবহিত রাখবে এবং প্রয়োজনে পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবে। আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সম্মেলনে সকল সদস্য অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সর্বশেষ সম্প্রসারণটি ঘটে ২০০৪ সালে, যখন মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ১০টি দেশ (পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভেনিয়া, সাইপ্রাস ও মাল্টা) এতে যোগ দেয়। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৮। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখন বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য এলাকা। এই বিরাট বাজারে ১১.৬ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি লগ্নিকৃত আছে এবং সেই লগ্নির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ইউনিয়ন উত্তরোত্তর নিজেকে পরিণত করে চলেছে।

EU-র সাংগঠনিক কাঠামো : যেসব প্রতিষ্ঠান EU-র আদর্শ ও লক্ষ্য রূপায়ণে ক্রিয়াশীল থাকে সেগুলি হল : (১) মন্ত্রিপরিষদ, (২) কমিশন, (৩) ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, (৪) ইউরোপীয় আদালত, (৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি এবং (৬) হিসাব পরীক্ষকমণ্ডল। মন্ত্রিপরিষদ ও কমিশন হল নীতি নির্ধারক সংস্থা এবং পার্লামেন্ট ও সামাজিক কমিটি মূলত পরামর্শদানমূলক কাজ সম্পাদন করে। EU-র যাবতীয় কাজকর্ম ইউরোপীয় আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। হিসাব পরীক্ষকমণ্ডলের কাজ হল EU-র বাজেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

(১) মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers) : মন্ত্রিপরিষদ হল EU-র সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল। সকল সদস্যরাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু অনুযায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলি থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়।

(২) কমিশন (The Commission) : ইউরোপীয় কমিশন হল EU-র 'স্নায়ুকেন্দ্র'। এটি হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন প্রণয়নের উদ্যোক্তা এবং সমন্বয় সাধনকারী সংস্থা। এর প্রধান কাজগুলি হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনগুলিকে বাস্তবায়িত করা, সংস্থার পরিচালনা ও নীতিসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে তত্ত্বাবধান করা, বিভিন্ন অর্থসাহায্যের কর্মসূচিগুলিকে তদারক করা, মন্ত্রিপরিষদ ও পার্লামেন্টকে নীতি নির্ধারণেব পথপ্রদর্শন করা।

(৩) ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (European Parliament) : EU-র অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একমাত্র নির্বাচিত সংস্থা হল ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের অপর কোনো আঞ্চলিক সংগঠনে এই ধরনের কোনো প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংস্থা দেখা যায় না। ১৯৭৯ সাল থেকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সদস্যরাষ্ট্রের জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বর্তমানে এই পার্লামেন্টের সদস্যসংখ্যা ৭৩২।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভূমিকা মূলত পরামর্শদানমূলক এবং তত্ত্বাবধানমূলক। কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনের খসড়া পার্লামেন্টের নিকট পাঠানো হয়। পার্লামেন্টে খসড়া আইনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা চলে। প্রয়োজনে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পার্লামেন্ট এই বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাবও আনতে পারে। এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলিকে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক না হলেও সাধারণত এগুলিকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৪) **ইউরোপীয় আদালত (Court of Justice) :** ইউরোপীয় আদালত হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একটি শক্তিশালী সংস্থা যার প্রধান কাজ হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা। আদালতটি লুক্সেমবার্গে অবস্থিত। আদালতের মোট বিচারপতির সংখ্যা ২৫ এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের সংখ্যা ৮।

(৫) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি (Economic and Social Committee) :** ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সংহতি বর্ধনে ইউরোপীয় গোষ্ঠী অর্থনৈতিক লেনদেন ছাড়াও যে সামাজিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল তার প্রমাণ এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি গঠন। কমিটির সদস্যসংখ্যা ৩১৭। এটি মূলত একটি পরামর্শদানমূলক সংস্থা। নীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণের সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি কমিশনকে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

(৬) **হিসাব পরীক্ষকমণ্ডল (Court of Auditors) :** ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর নজরদারি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালে এই হিসাব পরীক্ষকমণ্ডলটি গঠিত হয়। এর মূল কাজ হল গোষ্ঠীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করা। এর সদস্য সংখ্যা ২৫। প্রতি আর্থিক বছরের শেষে এই মণ্ডল একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে যাতে গোষ্ঠীর বাজেট ও আর্থিক কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে মন্তব্য থাকে।

মূল্যায়ন : দীর্ঘদিন ধরে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা হয়েছে। নেপোলিয়ন স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের। হিটলারের আগ্রাসী মনোভাবের পিছনেও ছিল অখণ্ড ইউরোপের সুতীব্র বাসনা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের স্বপ্ন মুছে যায়নি এবং তার জ্বলন্ত প্রমাণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মাত্র অর্ধশতাব্দী আগে গুটিকতক ইউরোপীয় দেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EEC) গঠনের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সংহতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে চারাগাছটি রোপণ করা হয়েছিল, আজ তা একটি বিশাল মহীরূপে পরিণত হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই এর আকার-প্রকার ও কর্মপরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য-সহযোগী সংগঠন। ১৯৯৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের সামগ্রিক রপ্তানির এক-পঞ্চমাংশের বেশি ই. ইউ. কর্তৃক সংঘটিত হয়। তাছাড়া উন্নয়ন খাতে সর্বমোট আন্তর্জাতিক সাহায্যের ৫৫ শতাংশ আসে ই. ইউ.-এর কাছ থেকে। এইভাবে এটি নিজেকে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রধান সহযোগীতে পরিণত করেছে। বর্তমানে এটি কেবল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগী গোষ্ঠী নয় ; সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত। এজন্যই এর আগের নাম (EEC) পরিবর্তন করে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' (EU) নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, প্রগতির অভিমুখে যাত্রা এবং জাতিপুঞ্জের সাথে বন্ধুত্বমূলক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এই ইউনিয়ন আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে নিতে সমর্থ হয়েছে।

পৃথিবীতে বহু আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠেছে, কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে অন্য কোনো আঞ্চলিক সংগঠনের তুলনা হয় না। নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠন, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আদালত স্থাপন—ইত্যাদি বিষয়গুলি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

সাফল্যকে অস্বীকার না করেও সমালোচকেরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু কিছু দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। **প্রথমত,** এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ বলে সমালোচনা করা হয়। বহুবিধ স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ করার পর সংঘ যখন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তখন তার আর কার্যকারিতা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, যে-কোনো সংগঠনের সার্থকতার মূলমন্ত্র হল সদস্যবৃন্দের মানসিকতা ; ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিন্তু এই জায়গায় ব্যর্থ। সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি একমত, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ব্যাপারে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সদস্যরাষ্ট্রগুলি অভিন্ন অবস্থানে নেই। ২০০৩ সালে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দোসর হয়ে ব্রিটেন যেভাবে আফগানিস্তান ও ইরাকে সামরিক অভিযান চালিয়েছে, তাতে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত অনেক দেশেরই সায় ছিল না। এইরকম বহু ক্ষেত্রেই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মানসিক ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, সমলোচকদের মতে, একটি আদর্শ আঞ্চলিক সংগঠন হয়ে উঠতে গেলে সদস্যরাষ্ট্রগুলির যে সহিষ্ণুতা ও উদারতার দরকার হয়, ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থত, ইউরো মুদ্রার ব্যাপারে সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতভেদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুর্বলতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও সুইডেন—এই তিনটি দেশ এখনও পর্যন্ত ইউরো মুদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বলাবাহুল্য, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রে এটি একটি বড়ো রকমের আঘাত সন্দেহ নেই।

উপরিউক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উত্তরোত্তর এগিয়ে চলছে ; এর সদস্যসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এবং সেইসঙ্গে কাজের পরিধিও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটিই এর সাফল্যের দ্যোতক। বস্তুতপক্ষে বর্তমানে পৃথিবীর যে কোনো আঞ্চলিক সংগঠনের কাছেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটা আদর্শ স্থানীয় সংগঠন। বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি অভূতপূর্ব আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনরূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner